JAN. 30 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...২... কলাম ...৭...

উপাচার্য ও শিক্ষক লাঞ্ছনা, ভাঙচুর

অভিযুক্ত ছাত্রছাত্রীরা ক্ষমা চাইলে খু.বি. খোলার সিদ্ধান্ত হবে

খুলনা প্রতিনিধি : খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করা ও ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত ছাত্রছাত্রীরা নাগরিক কমিটির মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সূত্রে এ কথা জানা গেছে। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরিপন্থীভাবে গঠিত শিক্ষক কল্যাণ সমিতিকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে– যা বিশ্ববিদ্যালয়ের অচল অবস্থা অবসানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দেওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

গত রোববার বিকাল থেকে রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনকল্পে নগরীর বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে গঠিত ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নাগরিক কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়। দীর্ঘ আলোচনার পর আরো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, গত ২৪ জানুয়ারি কর্তৃপক্ষ অপ্রীতিকর ঘটনার কারণে একজন ছাত্রকে সাময়িক বহিষ্কার, চারজন ছাত্রীর হলের সিট বাতিল ও ২২ জন প্রথমবর্ষের ছাত্রীর ভর্তি বাতিল আপাতত স্থগিত রাখা হবে। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার সাপেক্ষে পরবর্তী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেওয়ার ব্যাপারে নাগরিক কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক আ. রাজ্জাক ও ছাত্রবিষয়ক পরিচালক প্রফেসর ড. শাহ সাইফুদ্দীন এবং সাধারণভাবে শিক্ষক ও ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সুপারিশ প্রদান করবে।

নাগরিক কমিটির পক্ষে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিটি মেয়র শেখ তৈয়েবুর রহমান, আবু মোহাম্মদ ফেরদৌস, এডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম, শেখ হারুনুর রশিদ, এম নূরুল ইসলাম, শেখ আবুল হোসেন, এডভোকেট গাজী আব্দুল বারী, এডভোকেট কাজী বাদশা মিয়া, অধ্যাপক গোলাম সরোয়ার, এডভোকেট ফিরোজ আহমেদ, সাংবাদিক আবু হাসান প্রমুখ।

এদিকে গত ১৭ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন শিক্ষক কল্যাণ সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশে এ ধরনের কোনো সংগঠনের কোনো স্বীকৃতি না থাকায় ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার উক্ত সংগঠনের নির্বাচনকে 'অবৈধ' ঘোষণার পরও যথারীতি নির্বাচন হয়। নির্বাচনে পক্ষান্তরে স্বাধীনতার চেতনার পক্ষ হিসেবে দাবিদার একটি প্যানেল এবং তাদের বিরুদ্ধে অপর এক প্যানেল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলে শিক্ষকদের সূত্রে জানা গেছে। নির্বাচনের পর শিক্ষকদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। নাগরিক কমিটি মতবিনিময়কালে 'অবৈধ' শিক্ষক কল্যাণ সমিতির ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করলেও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে।